

# প্রাণ

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[লেখক-পরিচিতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ সালে (৭ই মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। বাল্যকালেই তাঁর কবিত্রিভার উন্মোচ ঘটে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর বনফুল কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি *Gitanjali: Song Offerings* সংকলনের জন্য এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বঙ্কত তাঁর সাধনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সকল শাখায় দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং বিশ্বদরবারে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, নাট্য প্রযোজক ও অভিনেতা। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান ইত্যাদি সাহিত্যের সকল শাখাই তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, ক্ষণিকা, বলাকা, পুনশ্চ, চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, বিসর্জন, ডাকঘর, রক্তকরবী, গল্পগুচ্ছ, বিচিত্র প্রবন্ধ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ সালে (৭ই আগস্ট ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।]

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,  
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।  
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে  
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই !  
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,  
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রুস্রব-  
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত  
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয় !

তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যত কাল  
তোমাদের মাঝখানে লভি যেন ঠাই,  
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল  
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।  
হাসি মুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়  
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায় ॥

শব্দার্থ ও টীকা : সূর্য করে - সূর্যের কিরণে। চিরতরঙ্গিত - সর্বদা কল্লোলিত, বহমান। লভি - লাভ করি। জীবন্ত হৃদয় মাঝে - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচনায় মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য অংশে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিরহমিলন ... অশ্রুময়- মানুষের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা নিয়ে তাঁর জীবন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব জীবনের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থান করে নিতে চেয়েছেন। আর তার সৃষ্টির মধ্যে ফলিয়ে তুলতে চেয়েছেন যাপিত জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার বিপুল এক আখ্যান। অমর আলায় - অমর সৃষ্টি অর্থে। নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই - রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির জগৎ বিপুল। মানুষের জীবনের বিচিত্র অনুভব-অনুভূতি, ভাব-ভাবনা ও কর্মের জগৎকে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রাণময় করে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর সেই সৃষ্টির মধ্য থেকে রূপ-রস-গন্ধ যেন মানুষ অনুভব করতে পারে, তার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত ফুটিয়ে তুলছেন সৃষ্টির কুসুম।

পাঠ-পরিচিতি : কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এই জগৎ সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। মানুষের হাসি-কান্না, মান-অভিমান, আবেগ-ভালোবাসায় পৃথিবী পরিপূর্ণ। জগতের মায়া ত্যাগ করে অন্য কিছু আত্মহানে প্রলুপ্ত হয়ে কবি তাই মৃত্যুবরণ করতে চান না। তিনি অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন, মানুষের মনজয়ী রচনা সৃজনের মাধ্যমে সবার কাছে আদৃত হওয়ার। পৃথিবীর নরনারীর সুখ-দুঃখ-বিরহ যদি ঠিকভাবে তাঁর সৃষ্টিতে ঠাই পায়, তবেই তিনি অমর হবেন। তা-না হলে তাঁর রচনা শুকনো ফুলের মতোই সবার কাছে অনাদৃত হয়ে পড়বে। সৎ ও শুভকর্ম করে জগতে মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার জন্য দৃঢ় সংকল্প প্রয়োজন। কবিতাটিতে এ প্রত্যয়ই প্রতিফলিত হয়েছে। জীবন তো একবারই। জীবনে নেতিবাচকতা পরিহারপূর্বক মহামানবের পদচিহ্ন অনুসরণ করে জীবনপাঠের দীক্ষা কবিতাটিতে উচ্চকিত হয়েছে।

## অনুশীলনী

### কর্ম-অনুশীলন

১। 'প্রতিটি জীব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চায়'- উদাহরণের সাহায্যে কথটি বিশ্লেষণ কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কবি কোথায় অমর আলায় রচনা করতে চেয়েছেন?

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| ক. স্বর্গে       | খ. পৃথিবীতে     |
| গ. পুষ্পিত কাননে | ঘ. মানুষের মাঝে |

২। কবি মানব-হৃদয়ে কীভাবে ঠাই পেতে চেয়েছেন?

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| ক. ভালোবেসে    | খ. সৃষ্টির মাধ্যমে  |
| গ. ফুল ফুটিয়ে | ঘ. সংগীতের সাহায্যে |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে – এই বাংলায়  
হয়তো মানুষ নয় – হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে  
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে  
কুয়াশার বৃকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়;

৩। উদ্দীপকের বক্তব্যের সঙ্গে ‘প্রাণ’ কবিতার ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে যে বাক্যে, তা হলো –

- i. মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,  
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই
- ii. মানবের সুখে-দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত  
যদি গো রচিত পাই অমর আলয়।
- iii. হাসি মুখে নিয়ে ফুল, তার পরে হায়  
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়॥

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |            |
|-------------|------------|
| ক. i        | খ. iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ  
খুঁজিতে যাই না আর, অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে  
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে  
ভোরের দোয়েল পাখি- চারদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ  
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বখের করে আছে চূপ।

- ক. কবি কাদের মাঝে বাঁচতে চান?
- খ. এ পৃথিবীতে কবি অমর আলয় রচনা করতে চান কেন?
- গ. উদ্দীপকে প্রত্যাশিত বিষয়টি ‘প্রাণ’ কবিতার ভাবের সাথে কীভাবে মিশে আছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “উদ্দীপকটি ‘প্রাণ’ কবিতার আংশিকভাবে মাত্র, পূর্ণরূপ নয়” – যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে লিখ।